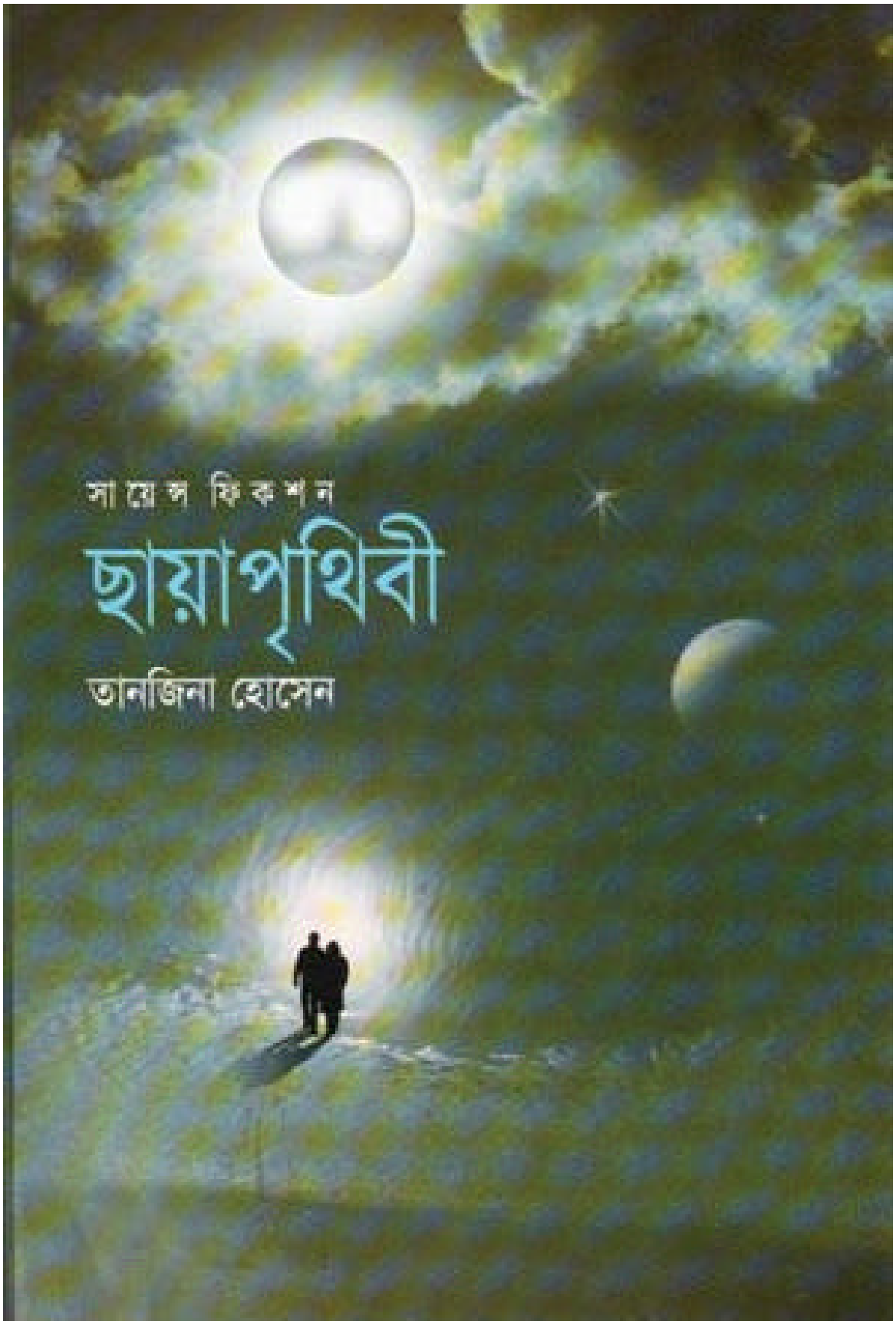
সায়েন্স ফিকশন
ছায়াপৃথিবী
তানজিনা হোসেন

ছায়াপৃথিবী

তানজিনা হোসেন

ছায়াপৃথিবী
তানজিনা হোসেন
© লেখক

সময় ৪০৬
প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৩

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

CHAYAPRITHIBI a Scientific Story by Tanjina Hossain. First Published : Bookfair 2003 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.

Website : www.somoy.com Email : somoy@somoy.com
Price : Tk. 60.00 Only
ISBN 984-458-406-X

ও যদি ঘুমোয় ঘুমোক না অক্লেশে
ভালোবাসি ছাড়া কী-বা ছিল বলবার!
[শঙ্খ ঘোষ]
—নাহিদ ও দীনা-কে

এখনো সায়েন্স ফিকশন পাঠ আমাকে রূপকথার মতোই আনন্দ দেয়। এ-ও এক কুহেলিকাময় ছায়াপৃথিবী, রূপকথার জগতের মতোই, যে পৃথিবী আমাদের চেনাজানা আর অভিজ্ঞতার বাইরের হলেও খুব কাছের, খুব আপন। অথচ সায়েন্স ফিকশন লিখতে গিয়ে টের পেয়েছি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক আর তত্ত্ব-প্রমাণের জাল থেকে কল্পনার প্রজাপতিগুলোকে ছাড়িয়ে এনে উড়িয়ে দেয়াটা কত কঠিন! কেন যেন আমাদের সায়েন্স ফিকশন পাঠকদের কাছে যৌক্তিকতা আর বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্য একটু বেশি! তবু কিছু সংখ্যক পাঠকের ভালোবাসা আমার সায়েন্স ফিকশন লেখার ঝোঁকটাকে বারবার এমন করে উস্কে দেয়। বইমেলা, ২০০০ এ প্রকাশিত প্রথম সায়েন্স ফিকশন রচনা 'আকাশ কত দূর' পড়ে যারা উৎসাহ যুগিয়েছেন, পাঠক এবং লেখক উভয় সমাজের, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন বন্ধু ও স্বজনেরা। ধ্রুব এষ কেন যে আমার জন্য এত করেন তা-ও কখনো ভেবে পাই নি। এক অসম্ভব হাঙ্গামা আর ঝুট ঝামেলাপূর্ণ সময়ে এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পগুলি লেখা, পরিবারের সদস্যরা অবিচল থেকেছেন তখন লেখালেখিতে আমাকে একটু সময় ও নির্জনতা দিতে। আর এই বইটির প্রতিটি শব্দ ও অক্ষরের প্রতি যার আগ্রহ ও মমতা আমার চাইতেও কয়েকগুণ বেশি তাকে ধন্যবাদ জানানোর কোন অর্থই হয় না।

তানজিনা হোসেন

ছায়াপৃথিবী

এ আকাশের রঙ একবারে রুপালি। চকলেটের রাংতার মতো। চকচকে। এ আকাশে কোনো তারা নেই। একটা চাঁদ আছে। ষড়ভুজ। রঙ খয়েরি। চাঁদ না হয়ে অবশ্য সূর্যও হতে পারে।

এতক্ষণ যেটাকে সে একটা দেয়াল ভেবেছিল এখন দেখছে ওটা আসলে দেয়াল নয়। কারণ সে হাত রাখতেই হাতের নিচে গলে যেতে থাকে ওটা। আঙুলগুলো দেবে যেতে থাকে ওর ভেতর। ওটা আসলে দেয়াল নয়, দেয়ালের ছায়া। বুঝতে পারে সে।

এখানে ছায়ার রঙ আলোর মতো। আর আলোর রঙ কালো। একটা পাখি একটু আগেই ওর ওপর ছায়া ফেলে উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। সেই ছায়ায় ছাদের একটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠলে সে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল।

'তারপর আপনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন বাড়ির ছাদে?' ইউনা জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে একটা নিশ্চয়তা আছে। কোনো বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে যেমন হয়।

'হ্যাঁ। দেখলাম আমি ছাদে। শুয়ে আছি। কীভাবে গেলাম জানি না।' উত্তর দিলো রায়ান।

ইউনা এতক্ষণ টেবিলের ওপর কলমটা ঠুকঠুক করছিল। ওটা রেখে এবার সোজা হয়ে বসল, 'ব্যাপারটা খুব সিম্পল রায়ান সাহেব। আপনি পিপ-ওয়াকিংয়ের কথা শোনেননি? অনেকেরই হয়। মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা দুই ভাগ ঘুমের মধ্যে হাঁটে।'

ইউনা কলম-প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে লিখতে শুরু করে দিলো। সঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন, রাতে ভালো ঘুম হয় আপনার?

হয়।

খেতে অরুচি? বদহজম?

না।

দুঃস্বপ্ন দেখেন?

রায়ান উত্তর দিলো না। ফলে ইউনা কাগজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রায়ানের ওপর ফেলতে বাধ্য হলো। তার চশমার পেছনের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে রায়ান বলল, ঠিক দুঃস্বপ্ন নয়।

'তাহলে সুন্দর স্বপ্ন দেখেন?' এই প্রথম মেয়েটার ঠোঁটে একটা স্মিত হাসি দেখা গেল।

না। ঠিক স্বপ্ন নয়।

তবে কী?

'সেটা একটা অদ্ভুত অন্যরকম পৃথিবী। আমি তার নাম দিয়েছি ছায়াপৃথিবী। স্বপ্ন নয়, ভীষণ বাস্তব।' রায়ান প্রবল উৎসাহে বলতে শুরু করলে ইউনা ভ্রু কুঁচকে তাকে থামিয়ে দেয়।

আপনি কী করেন?

হঠাৎ বাধা পেয়ে প্রথমে একটু দমে যায় রায়ান। তারপর সামলে নিয়ে উত্তর দেয়, আমি একজন ভাস্কর।

'ও।' ইউনাকে আবার আত্মবিশ্বাসী দেখায়। যেন সমস্যাটা এবার নিশ্চিত ধরে ফেলেছে। শিল্পী। কল্পনা। রোমান্টিকতা। বেশ। আবার সে লেখায় মনোযোগ দেয়। লেখা শেষ হলে মুখ তোলে। 'দুটো ওষুধ দিলাম। ঘুমোবার আগে একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। রিল্যাক্স করবেন। ছাদের দরজা, রান্নাঘরের দরজা আর বাইরের গেট ভালো করে বন্ধ করে তবেই ঘুমোতে যাবেন। অবশ্য পিপ-ওয়াকারদের কোঅর্ডিনেশন এমনিতে ভালো। তবু সাবধান থাকতে তো অসুবিধে নেই।'

রায়ানের ঘরে সবকিছু এলোমেলো। পাথর, মাটি, রঙ, ছুরি, ছেনি এখানে ওখানে পড়ে আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা পাখির অসমাপ্ত ফিগার। ডানা মেলে এক্ষুনি উড়াল দেবে। পাখিটার ছায়া পড়েছে দেয়ালের ওপর। রায়ান অনেকক্ষণ সেই ছায়ার দিকে চেয়ে থাকে।

এ পৃথিবীতে বস্তুর ছায়া দ্বিমাত্রিক। ছায়ার প্রস্থ নেই, বেধ নেই, গভীরতা নেই। এই পৃথিবীতে ছায়া একটি স্পর্শাতীত বিষয়। কিন্তু যে পৃথিবী নিজেই দ্বিমাত্রিক? স্পর্শাতীত?

রায়ান স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গলিটা পেরিয়ে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান। একজন মধ্যবয়সী লোক কথা বলছেন সেখানে। রায়ান খালি চেয়ারটাতে বসে।

'রায়ান ভাই, ভালো আছেন?' দোকানের ছেলেটার কথার উত্তরে সে একটা হাসিও ফেরত দেয়।

হ্যাঁ, জগলু। তুমি ভালো?

রায়ান ভাই, আমার নাম বজলু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বজলু, বজলু।

মধ্যবয়সী লোকটার কথা শেষ হচ্ছে না। 'আরে কই তো, হ্যায় য্যান আমার কতা খুব হোনে। গেল হপ্তা একবারও বাড়িতে আহে নাই। পরশু আইসা কয়ডা টেকা দিয়া সারাদিন ঘুমাইল। জিগাই, এই কয়দিন কই আছিলি। কয়, গেছিলাম বহুত দূর। তুমি হইনা কী করবা।'

রায়ান ভাই কি কিছু খাবেন, ঠাণ্ডা? বজলু বলে।

না জগলু। তুমি কি আমাকে ভালো একটা তালা এনে দিতে পারবে? মজবুত দেখে?

পারব না কেন? আজকেই এনে দিব। ইয়ে, রায়ান ভাই, আপনারে যে বলছিলাম একটা ছবির কথা, সেইটা একটু ভাইবেন।

আচ্ছা। রায়ানের এ সংক্রান্ত কিছু মনে না পড়লেও সায় দিয়ে ফেলে। লোকটা এখনো ফোন ছাড়ছে না। 'দোয়া কইরো বুজছো? মাইয়াডারে নিয়া বড় দুশ্চিন্তা। একদিন বাইরাইয়া যাইব, আর ফিরব না। তখন? তখন আমাগোর কী অইব? না খাইয়া হগলতে মরতে অইব। আইচ্ছা রাখি।'

লোকটা চলে গেলে রায়ান নম্বর টিপে। সোমাই ধরে ওদিকে। 'হ্যালো সোমা?'

সোমা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে না। তারপর চিৎকার করে ওঠে, রায়ান, তুই! তুই আমাকে ফোন করলি? কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

আমি তোর কোনো খোঁজ নিই না সোমা। কিছু মনে করিস না।

না রে। কিছু মনে করি না। আমি জানি আমার ভাইটা এমনই। তোর কাছে এসব আশাই করি না। তুই কেমন আছিস, বল।

সোমা, তুই কি এখনো ছোটবেলার মতো ঘুমের মধ্যে কথা বলিস?

নাহ্, এখন আর বলি না। বিয়ের পর প্রথম প্রথম বলতাম। শুভ ঘুমাতে পারত না। একদিন ঘুমের মধ্যে এত জোরে ওর হাত চেপে ধরেছিলাম যে বেচারার হাতে নখের দাগ বসে গেছিল। কেন রে, এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস?

না, এমনি। আচ্ছা সোমা, রাখি। সোমা কিছু বলার আগেই ফোন রেখে দিলো রায়ান। তারপর পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আবার নতুন নম্বর টিপল। মোবাইল।

হ্যালো। টেলিফোনের গলায় মেয়েটার কঠিন ভাব ঠিক ততটা ধরা পড়ে না।

আমি রায়ান।

রায়ান কে?

আপনার চেম্বারে গিয়েছিলাম, আজ বিকেলে।

ও। পিপ-ওয়াকার। কী ব্যাপার?

একটা কথা বলা হয়নি। ঘুমের মধ্যে অ্যাকটিভিটি আমাদের পরিবারে অনেকেরই ছিল। আমার বোন ঘুমের মধ্যে এত কথা বলত যে আমরা কেউ ঘুমাতে পারতাম না।

'রায়ান সাহেব।' ইউনার গলা ভীষণ ঠাণ্ডা শোনায়। 'এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আর একটা কথা। কোনো সমস্যার ব্যাপারে এভাবে সরাসরি আমাকে মোবাইলে ফোন করবেন না। প্রয়োজন হলে চলে আসবেন। বুঝেছেন?'

ইউনা লাইনটা কেটে দেয়। রায়ান টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে আসে। বজলু পেছন থেকে ডাকে, রায়ান ভাই, তালা আনাবেন বলছিলেন।

না থাক। পরে আনাব।

ঘরে ফিরে আসে রায়ান। পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে একটা হলুদ হয়ে যাওয়া খাতা বের করে। সবুর চাচার ছবি আঁকার খাতা। পাতায় পাতায় স্কেচ। রায়ান ছেলেবেলায় বুঝত না, কিন্তু এখন বোঝে সবুর চাচার মধ্যে সহজাত একটা শিল্পীপ্রতিভা ছিল। সবুর চাচা তাকে ছেলেবেলায় ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল। সবুর চাচা লোকটার সঙ্গে ওদের সরাসরি কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। তিনি ওদের বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন। কোথাও তার যাবার জায়গা ছিল না। কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল কিনা কে জানে। মায়ের সঙ্গে তিনি কখনো কথা বলতেন না। মাও তাকে কিছু বলতে হলে রায়ান বা সোমার মাধ্যমে বলতেন। তবে বাবা সবুর চাচাকে খুব পছন্দ করতেন। তাই সবুর চাচা যখন বাবার গলা টিপে ধরেছিলেন বাবা তখন অবিশ্বাসভরা চোখে ভীষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

পাখির ডানা ঝটপটানির আওয়াজে রায়ানের ঘুম ভেঙে গেল। পানির নিচের দৃশ্যের মতো চারদিক থিরথির করে কাঁপছে। অনেকগুলো পাখির ছায়া উড়ে যাচ্ছে সার্চলাইটের মতো আলো ফেলে ফেলে।

আকাশে আজ দুটো চাঁদ। একটা খয়েরি, আরেকটা সবুজ। কিন্তু অন্ধকারে কোনোটারই রঙ ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। রায়ান কী ভেবে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল। হাত দুটোকেও ছায়ার মতোই দেখাচ্ছে। দুই হাত এক করতে গিয়ে দেখল একটি হাত অন্যটির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না।

'রায়ান সাহেব। পিপ-ওয়াকার। চিনতে পেরেছি।' ইউনার হাসিটা পুরোপুরি পেশাদার, রায়ান ভাবে। 'বলুন, আবার কী সমস্যা হলো?'

'না। নতুন কোনো সমস্যা নেই।' রায়ান বলে।

তাহলে?

আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

ইউনার হাসি হাসি চেহারাটা মুছে গিয়ে কঠিন একটা চেহারা বেরিয়ে পড়ে। 'আপনার কি ধারণা আমি এখানে লোকের সঙ্গে গল্প করতে বসি?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলে সে।

'আপনার কনসালটেশন ফিটা বাইরে দিয়ে এসেছি।' লোকটার স্পর্ধায় ইউনা হতভম্ব হয়ে পড়ে। একটু হেসে রায়ান আবার বলে, 'আচ্ছা আপনি কি সেই গল্পটা জানেন? এক দেশে ছিল এক রানী। আর তার ছিল একটা জাদুর আয়না। আয়নাটা কথা বলতে পারত। রোজ সকালে আয়নাটাকে রানী জিজ্ঞেস করত, আয়না, আয়না, বলো তো এই জগতে সবচেয়ে সুন্দরী কে?'

ইউনা শীতল গলায় প্রশ্ন করল, 'রায়ান সাহেব, একটা সত্যি কথা বলবেন?'

নিশ্চয়ই বলব। আপনিই।

কী?

ওই যে। রানীর প্রশ্নের উত্তরটা।

আপনি কি নেশাটেশা করেন? এলএসডি জাতীয় কিছু?

না।

আপনার সমস্যাটা কি দয়া করে খুলে বলবেন?

কাল আবার গিয়েছিলাম সেখানে।

কোথায়?

ছায়াপৃথিবীতে। ডক্টর ইউনা, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমাদের এই জগতের বাইরেও কোনো জগৎ আছে?

থাকতে পারে। অন্য কোনো গ্রহে, বা অন্য কোনো ছায়াপথে। আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। কিন্তু যেহেতু সে ব্যাপারে আমার ভালো জানা নেই, তাই সে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু রায়ান সাহেব, একটা অবজেক্টের পক্ষে কি একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন মাত্রার জগতে অবস্থান করা সম্ভব?

না। সম্ভব নয়।

তাহলে?

তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চলে যাব।

মানে?

এর পরের বার যখন যাব, আর ফিরে আসব না।

ইউনা কিছুক্ষণ রায়ানের দিকে তাকিয়ে রইল। যতটা সে ভেবেছিল কেসটা তার চাইতে অনেক বেশি জটিল। সে নরম গলায় বলল, 'সেদিন আপনি আপনার পরিবারের কথা কী যেন বলছিলেন?'

সবুর চাচাও ঘুমের মধ্যে হাঁটতেন।

এসব ব্যাপার বংশানুক্রমিক হওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

সবুর চাচা আমাদের ফ্যামিলির কেউ ছিলেন না।

ও।

'সবুর চাচা একদিন ঘুমের মধ্যে হেঁটে গিয়ে আমার বাবাকে গলা টিপে মেরে ফেললেন।' ইউনা চুপ করে রইল। রায়ান বলছে, 'সকালে ঘুম ভেঙে যখন সবুর চাচা বুঝতে পারলেন তিনি কী করেছেন তখন খুব কাঁদতে লাগলেন। কারণ বাবা তাকে খুব ভালোবাসতেন।'

আর আপনার মা?

মা তাকে দেখতে পারতেন না। তার সঙ্গে কথাও বলতেন না। শুধু সেদিনই বলেছিলেন। তার জমানো সব টাকা চাচার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর কোনোদিন এসো না।

তারপর?

সবুর চাচা হারিয়ে গেলেন।

ইউনা খুব সাবধানে বলল, আপনার বোনকে একদিন নিয়ে আসবেন তো।

রায়ান হাসল, আচ্ছা। আপনি পুরো ব্যাপারটা ভ্যারিফাই করতে চান তো? সব সত্যি। আমি সত্যি কথা বলি। রানীর আয়নার মতো। আজ উঠি ডক্টর। বাইরে আপনার অনেক রোগী।

এখানে সকাল হওয়া মানে আসলে অন্ধকার নামা। কেননা সূর্য যে আলো দেয় তার রঙ ঘন কালো। রায়ানের দৃঢ় বিশ্বাস দেয়ালটা কোনোমতে পেরোতে পারলেই ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু দেয়ালে তার হাত-পা-শরীর গলে প্রায় ঢুকে যেতে বসলেও শেষ মুহূর্তে কেন যেন সে কখনোই ওটা পেরোতে পারে না। কোথাও একটা পথ নিশ্চয়ই আছে।

'রায়ান ভাই, আপনের ভইন আসছিল।' বজলু দোকান থেকে ডাকল।

কখন?

দুফুরে। আপনেরে ফোন করতে বলছে।

রায়ান দোকানে ঢোকে। আজ একজন মহিলা কথা বলছেন। 'শোন। টাকাটার কথা কাউকে বলিস না। মাকেও না। মা জিজ্ঞেস করলে বলবি বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়েছিস, পরে ফেরত দিবি। নারে। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। বলব, মাসের বাজার করতে যাচ্ছিলাম, ছিনতাইকারী ধরেছিল। এখন রাখি। ওর আবার অফিস থেকে ফেরার সময় হলো।'

রায়ান নম্বর টিপল। 'হ্যালো।'

হ্যালো রুনু? তোর ওখানে গিয়েছিলাম আজ।

কেন?

সোমা কিছু না বলে কাঁদতে থাকল। রায়ান ফোন ধরে দাঁড়িয়ে থাকল বিব্রত হয়ে।

শুভ আজ ঝগড়ার মাথায় খুব খারাপ একটা কথা বলেছে। বলেছে আমাদের নাকি জন্মেরই কোনো ঠিক নেই। আমরা নাকি একটা খুনির ছেলেমেয়ে। রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি আর ফিরব না।

চলে গেলি কেন তাহলে? দোকানে একটু বসতি।

নাহ্, ভাবলাম, ফিরেই যাই। রাগের মাথায় বলেছে তো। শোন রুনু, তোকে নিয়ে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। একটু সাবধানে থাকিস।

কী? কবে যাচ্ছেন ছায়াপৃথিবীতে? ইউনা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

একটা ছোট সমস্যার জন্য যেতে পারছি না।

কী সমস্যা?

অন্য কাউকে সেখানে নেয়া সম্ভব কিনা ভাবছি।

কাকে নেবেন?

আপনি যাবেন?

ইউনা চমকাল না। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, আপনার ছায়াপৃথিবীতে আবার বই-টই নেই তো? ছেলেবেলায় সবসময় ভাবতাম এমন একটা দেশে চলে যাব যেখানে কোনো বই নেই, পড়াশোনা নেই।

রায়ানও হাসে। 'বই আছে, কিন্তু পড়া যায় না।'

কেন?

সেখানকার বইগুলোর প্রচ্ছদ আছে, ব্যাক কভার আছে, কিন্তু ওগুলোর ভেতর বলে কিছু নেই। দ্বিমাত্রিক বই যে।

ইউনা হেসে ফেলল ওর কথা শুনে। হাসি শেষ হলে রায়ান বলল, আমার বোনকে যে নিয়ে আসতে বলেছিলেন, ওকে বলেছি। একদিন নিয়ে আসব। ভাবছি ওকেও নিয়ে যাব সেখানে।

কেন?

এখানে ওর কেউ নেই। আমি চলে গেলে একেবারে একা হয়ে যাবে।

আপনি কীভাবে যাবেন সেখানে?

একটা দেয়াল আছে। ওটা কীভাবে পেরোতে হয় আমি জেনে গেছি।

ইউনা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, রায়ান, আপনাকে নিয়ে আমি একটা পরীক্ষা করব। দুটো ইলেকট্রোড দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক সংযোগ দেয়া হবে, সো দ্যাট আই ক্যান গো থ্রু ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স। আপনি কি ইচ্ছে করলেই আপনার হ্যালুসিনেটরি জগৎটা তৈরি করতে পারেন?

রায়ান ইউনার চেয়েও গম্ভীর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি এখনো আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করেননি।

কে বলল করিনি? ইউনা ব্যস্ত হয়ে বলে।

ঠিক আছে। আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন।

হ্যালো, হ্যালো। এটা কি মিসেস সোমা ইকবালের বাসা?

হ্যাঁ। আমি সোমা বলছি।

আপা, আমি বজলু, ফোনের দোকানের...

কী হয়েছে বজলু? রায়ান...রায়ানের কিছু? তাড়াতাড়ি বলো।

কাল রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে, নাকি ইচ্ছে করেই কে জানে...

বলো। থামলে কেন?

ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে...আপা...আপনি আছেন?

হ্যাঁ, আছি।

সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন। পুলিশ দুটো লাশই নিয়ে গেছে। মহিলাটি নাকি ডাক্তার। আপা, আপনি লাশ আনতে যাবেন?

সোমা ক্লান্ত গলায় বলল, না বজলু। লাশ দিয়ে কী হবে? আমার ভাইটা ছায়া হয়ে গেছে।

আকাশে দুটো চাঁদ। কী আশ্চর্য, দুটো আসলে এক। একটা আসল, আরেকটা তার ছায়া।

কোনটা আসল? কোনটা ছায়া?

যেটা তুমি বেছে নেবে।

আমি ছায়াটা চাই। তুমি?

ওহ্, কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। আমি ছায়ার পুতুলনাচ দেখতে পাচ্ছি।

ওটা আমার স্মৃতি দেখতে পাচ্ছো ইউনা। সবুর চাচা আমাকে মেলায় পুতুলনাচ দেখাতে নিয়ে যেত। হাতের সঙ্গে সুতো বেঁধে ওপর থেকে পুতুল নাচাত। তার ছায়া পড়ত ব্যাক স্ক্রিনে।

ওটা দূর করো। চলো, আবার সেখানে ফিরে যাই।

দাঁড়াও। আমি যে একটা নীল রঙের ঘরে এক বিশাল লোকের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এত সুন্দর ঘর। স্বপ্নের মতো। আর কী বিরাট আয়না! মনে হচ্ছে পুরো ঘরটাই আয়নার।

ওহ্, না। দূর করো, বিদায় করো এটাকে। পিজ। আমি সহ্য করতে পারছি না।

আমি কীভাবে দূর করব? এটা তোমার স্মৃতি ইউনা, আমার নয়।

ফর গডস সেক রায়ান, এটাকে তাড়াও।

লোকটা, ছায়াটা...এ কী!

আমার...লোকটা, হি ওয়াজ ম্যারিড টু মাই মাদার।

কাঁদছো ইউনা?

না, আমি না। সেই ছোট্ট মেয়েটা কাঁদে, বারো বছর বয়সে যে ধর্ষিত হয়েছিল। রায়ান, আমাদের স্বপ্নের জগৎটা কি হারিয়ে গেল? নিশ্চয়ই কোনো টেকনিকাল এরর হয়েছে।

স্বপ্ন? ইউ স্টিল ডু নট বিলিভ মি ইউনা?

ইয়েস ইয়েস। আই ডু। আমাদের ছায়াপৃথিবীটা কোথায় গেল?

লেটস ফিনিশ দ্য গেম ইউনা। আমার কষ্ট হচ্ছে।

না, না। পিজ, রায়ান। এসো, আবার চেষ্টা করি। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

দাঁড়াও। সমস্ত মনোযোগ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করো। ভুলে যাও পেছনের সবকিছু। এই তো। দেখতে পাচ্ছ, ইউনা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি। কী সুন্দর! অপূর্ব!

এখানকার সমুদ্র দেখেছো? সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবে কিন্তু কখনো দেখতে পাবে না। স্পর্শ নয়, এটা অনুভবের জগৎ। বোধের জগৎ।

আমরা দেয়ালটা কীভাবে পার হব?

একটা গোপন দরজা আছে। আমি জানি।

চলো তাহলে।

কিন্তু...

চলো রায়ান। আমি আর ফিরতে চাই না। ওই জগতে আমারও কেউ নেই।

তবে চলো। দেয়ালের ওপারেই আকাশ।

আমার হাত ধরো। একটু ভয় করছে।

তুমি ভুলে যাচ্ছো ইউনা। এখানে কিছু ধরা যায় না। এখানে তুমি-আমিও ছায়ামাত্র।

ঠিক আছে। আমি অনুভব করে নিচ্ছি যে তুমি আমার সঙ্গে আছ।

হ্যাঁ, আছি। এবার একটা লাফ দিতে হবে। তাহলেই আমরা দেয়ালটা পেরিয়ে যাব। ওপারেই আকাশ। রুপালি আকাশ। আসো, উড়ে যাই। একত্রে।